ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 060 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ০৬০ ● কলকাতা ● ১৮ ফাল্গুন, ১৪৩২ ● মঙ্গলবার ● ০৩ মার্চ ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

হুমকির অভিযোগে নিরাপত্তাহীন সম্পাদক পরিবার

থানায় অভিযোগের পরও পদক্ষেপ নয়, প্রশাসনের ভূমিকায় প্রশ্ন

নিজস্ব সংবাদদাতা | দক্ষিণ ২৪ পরগনা

দক্ষিণ ২৪ পরগনার জীবনতলা এলাকায় এক সংবাদপত্রের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার ও তাঁর পরিবারের নিরাপত্তা ঘিরে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। জমি সংক্রান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন ধরে হুমকি ও চাপের মুখে থাকার অভিযোগ তুলেছেন তিনি। বিষয়টি একাধিকবার স্থানীয় থানায় জানানো হলেও এখনও পর্যন্ত কার্যকর পদক্ষেপ মেলেনি বলে দাবি সম্পাদকের।

পরিবারের অভিযোগ, ভুয়ো নথি ও জাল ওয়ারিশান তৈরি করে পারিবারিক সম্পত্তি দখলের চেষ্টা চালাচ্ছে একটি চক্র। সাম্প্রতিক সময়ে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বলে দাবি। সোমবার দিনের আলোতেই সম্পাদকের উদ্দেশ্যে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। প্রতিবাদ করলে বাড়িঘর ভেঙে দেওয়া এবং গুরুতর পরিণতির সতর্কবার্তাও দেওয়া হয়েছে বলে পরিবারের দাবি।

সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে একই বিষয়ে প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়নি। উল্টে তাঁকে মিথ্যা মামলায় জড়ানোর আশঙ্কাও প্রকাশ করেছেন তিনি।

এদিকে আজ এস আই আর প্রসঙ্গে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী Mamata Banerjee মন্তব্য করেন, কোনও পরিবারের উপর বিপর্যয় নেমে এলে সেই কষ্ট প্রকৃত অর্থে তারাই উপলব্ধি করতে পারেন। সেই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে সম্পাদক প্রশ্ন তুলেছেন, তাঁর পরিবারের উপর ধারাবাহিকভাবে ঘটে চলা হুমকি ও নিরাপত্তাহীনতার বিষয়টি প্রশাসন কেন গুরুত্ব দিয়ে দেখছে না।

ঘটনায় সাংবাদিক সংগঠন সার্ক জার্নালিস্ট ফোরাম-এর পক্ষ থেকেও প্রশাসনের হস্তক্ষেপ চাওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তবে অভিযোগ, এখনও পর্যন্ত পরিস্থিতির দৃশ্যমান পরিবর্তন ঘটেনি।

সম্পাদক জানিয়েছেন, ভবিষ্যতে তাঁর বা পরিবারের কোনও অঘটন ঘটলে তার দায় প্রশাসনকেই নিতে হবে, কারণ সমস্ত অভিযোগ পূর্বেই সরকারি স্তরে জানানো হয়েছে।

প্রশাসনের প্রতিক্রিয়া:
এই বিষয়ে জীবনতলা থানার পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও মন্তব্য মেলেনি।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো হচ্ছে যে আগামী **৩রা মার্চ, 2026 "দোল"** উপলক্ষ্যে আমাদের সকল বিভাগ বন্ধ থাকবে, তাই 4ঠা মার্চ, 2026 আমাদের পত্রিকার কোনো প্রকাশন হবে না। আগামী **5ই মার্চ, 2026** তারিখে আমাদের পত্রিকা পুনরায় প্রকাশিত হবে।

সম্পাদক

পর্ব 219

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

যেরকম পশুপক্ষী কথা বলে আর তাদের ভাষায় শব্দ থাকে না, সেরকমই অনেক আদিবাসী উপজাতির ভাষা আছে যাতে শব্দ থাকে না। এক আওয়াজই এক বাক্য হয়।

ক্রমশঃ

ভোটের আগেই সরগরম বীরভূম, জেলা জুড়ে মোতায়েন কেন্দ্রীয় বাহিনী, আজ থেকেই শুরু রুট মার্চ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বীরভূম: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে ঘিরে বীরভূমে ধীরে ধীরে চড়ছে রাজনৈতিক উত্তাপ। ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার পর আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না নির্বাচন কমিশন। সেই কারণেই বীরভূম জেলা জুড়ে মোতায়েন করা হচ্ছে মোট সাত কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। এরই পাশাপাশি শনিবার প্রকাশিত হয়েছে এসআইআর-এর চূড়ান্ত তালিকা। তালিকা প্রকাশের পর থেকেই রাজ্যজুড়ে এক ধরনের চাপা উত্তেজনা তৈরি হয়েছে, যার প্রভাব পড়েছে বীরভূমেও। ভোটের আগে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা বা হিংসা এড়াতে এবং বর্তমান উত্তেজনাকর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে কেন্দ্রীয় বাহিনী কড়া নজরদারি চালাবে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে।জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বরাদ্দ সাত কোম্পানির মধ্যে ইতিমধ্যেই দু'টি কোম্পানি রবিবার বিকেলে জেলায় পৌঁছেছে। প্রাথমিকভাবে ওই বাহিনীকে রামপুরহাট ও নলহাটি এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে। বাকি পাঁচ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনীও রবিবার রাতের মধ্যেই জেলায় প্রবেশ করার কথা। যাতায়াতে কোনও বড় সমস্যা না হলে, সোমবার সকাল থেকেই বীরভূমের সমস্ত ব্লকে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সক্রিয় উপস্থিতি লক্ষ্য করা যাবে।

জেলা পুলিশ সুপার আমনদীপ জানান, সোমবার সকাল থেকেই গোটা জেলাজুড়ে কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুট মার্চ শুরু হবে। এই রুট মার্চের মাধ্যমে এলাকার ভৌগোলিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা, স্পর্শকাতর এলাকা ও বুথ চিহ্নিত করা এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে নিরাপত্তা ও আস্থার বার্তা পৌঁছে দেওয়াই মূল উদ্দেশ্য।

শাহের পাল্টা সভা এবার অভিষেক, রায়দিঘি থেকে দেবেন কড়া জবাব

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সোমবার পরিবর্তন সভার নাম করে রায়দিঘি এসে তৃণমূল কংগ্রেস এবং মমতা, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রথযাত্রা শুরু করেছে বিজেপি। সেখানে একের পর এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী থেকে শুরু করে শীর্ষ বিজেপি নেতারা এসে হাজির হচ্ছেন।এছাড়া আগামী ৮ মার্চ ঠিক করার নেপথ্যে অন্য কারণ রয়েছে। সেটা হল, আগামী ৬ মার্চ ধর্মতলায় ধর্নায় বসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলার মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার, ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার প্রতিবাদেই এই ধর্নায় বসবেন মুখ্যমন্ত্রী। তাই ওই দিনটি কাটিয়ে তারপর সভা করবেন লোকসভার তৃণমূল কংগ্রেসের দলনেতা। আর এই সভাকে ঘিরে এখন সেখানে সাজ সাজ রব শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যেই জেলার নেতাদের কাছে সেই খবর পৌঁছে গিয়েছে। তাই সভাস্থল তৈরির কাজ এবং নিরাপত্তা আঁটোসাঁটো করা হচ্ছে। এবার তৃণমূল জিতলে মুখ্যমন্ত্রী হবেন অভিষেক বলেছেন অমিত শাহ। সেই কথার জবাব দেবেন খোদ অভিষেকই।আর রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে নানা কুকথা বলছেন বলে অভিযোগ। এবার অমিত শাহের সভার পাল্টা সভা একই জায়গায় করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল

এরপর ৩ পাতায়

দিদির নয়, ভাইপোর শাসন হবে!' তৃণমূলকে ভোট না দেওয়ার যুক্তি শাহের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বাংলায় যে বিজেপি সরকার গড়ছে সে নিয়ে আত্মবিশ্বাসী বিজেপি। পরিবর্তন যাত্রায় রাজ্যে এসে অমিত শাহ গলায় শোনা গেল তেমনই সুর। সোমবার রায়দিঘিতে যাত্রার সূচনা করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। অমিত শাহের সঙ্গে ছিলেন সুকান্ত মজুমদার।সেই সভা থেকে তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট না দেওয়ার সম্পূর্ণ অন্য যুক্তি খাড়া করেছেন তিনি।ফের একবার হিন্দু শরণার্থীদের পাশে থাকার বার্তা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের। তফসিলি অধ্যুষিত মথুরাপুরের সভা থেকে তাঁর মন্তব্য,বিজেপি সরকার রয়েছে। একজন হিন্দু শরণার্থীর নাগরিকত্ব যাবে না। দুর্নীতির প্রসঙ্গ থেকে নারী নিরাপত্তা, অনুপ্রবেশ থেকে এসআইআর ইস্যু – বাংলার শাসক দলকে আক্রমণ করতে কোনও কিছু বাকি রাখেননি অমিত শাহ। নাম না করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করে শাহ এও বলেন, তাঁর নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গে দুর্নীতি হয়েছে, এখনও চলছে। বাংলা তো বটেই, সারা দেশে যে পরিবারতন্ত্র চলছে তা থামাতে হবে – তাই বিজেপিকে ক্ষমতায় আনা প্রয়োজন।শাহের দাবি, একেবার পরিকল্পনাকে হুমায়ুন কবীরকে দল থেকে বের করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এরপর ৩ পাতায়

(২ পাতার পর)

শাহের পাল্টা সভা এবার অভিষেক, রায়দিঘি থেকে দেবেন কড়া জবাব

সূত্রে এই খবর মিলেছে।

এদিকে আজ রায়দিঘির মথুরাপুরে উপস্থিত হয়েছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ঠিক একই জায়গায় দাঁড়িয়ে এবার পাল্টা সভা করবেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল সূত্রে খবর, আগামী ৮ মার্চ, রবিবার, রায়দিঘিতে সভা করবেন ডায়মন্ডহারবারের সাংসদ। ইতিমধ্যেই সভা সমাবেশ করতে শুরু করে দিয়েছেন অভিষেক। আজই নজরুল মঞ্চে তপসিলি সংলাপ কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে বিজেপিকে কড়া ভাষায় বিঁধেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

অন্যদিকে এসআইআরের খসড়া তালিকায় বাদ পড়েছিল ৫৮ লক্ষ নাম। তারপর আনম্যাপড, লজিকাল ডিসক্রিপেন্সি নামক টোটকা সামনে নিয়ে আসে নির্বাচন কমিশন। যার প্রেক্ষিতে মামলা গড়ায় সুপ্রিম কোর্টে। অবশেষে শীর্ষ আদালতের নির্দেশ মেনে শনিবার পশ্চিমবঙ্গে প্রথম দফার চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করল নির্বাচন কমিশন। তাতে বাতিল করা হয়েছে আরও ৫ লক্ষ ৪৬ হাজার ৫৩ জনের নাম। অর্থাৎ, ২০২৫ সালের তালিকার নিরিখে বাদের খাতায় মোট ৬৩ লক্ষেরও বেশি ভোটার। এমনকী ৬০ লক্ষ ভোটার এখনও 'বিচারাধীন' (অ্যাডজুডিকেশন)। এই বিষয়টি নিয়ে নির্বাচন কমিশন এবং বিজেপিকে কড়া জবাব দেবেন অভিষেক।

(২ পাতার পর)

দিদির নয়, ভাইপোর শাসন হবে!' তৃণমূলকে ভোট না দেওয়ার যুক্তি শাহের

যাতে বাংলায় মসজিদ তৈরি করা যায় কিন্তু রাজ্যের মানুষ তাঁর ওপর রুষ্ঠ না হন। কিন্তু শাহের কটাক্ষ, "মমতাদি, বাংলার হিন্দু-মুসলমান দু-পক্ষই আপনাকে খুব ভাল করে চিনে গেছে। এবার আর তাঁদের বোকা বানানো যাবে না।"বললেন 'দিদির নয়, ভাইপোর শাসন হবে!'। এমন মন্তব্য করেছেন শাহ যা তৃণমূলের অন্দরেই জল্পনা বাড়িয়ে দিতে পারে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

সামনেই বঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ।তার আগে নেতাকর্মীদের চাঙ্গা করতে রাজ্যজুড়ে 'পরিবর্তন যাত্রা' শুরু করেছে বিজেপিতে। ২৯৪ টি আসনেই এই যাত্রা হবে।সেখান থেকে শিক্ষক দুর্নীতি-সহ একাধিক ইস্যুতে তৃণমূল সরকারকে আক্রমণ শানান তিনি। পাশাপাশি কেন 'পরিবর্তন যাত্রা' তাও ব্যাখ্যা করেন শাহ। রাজ্যের আমজনতার উদ্দেশে অমিত শাহর বার্তা, "এবার তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দিলে বড় ভুল করবেন। কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নয়, ভাইপোর (পড়ুন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়) শাসন হবে!" শাহের এও দাবি, বাংলার ভাল করা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যই নয়। তিনি আদতে অভিষেককে মুখ্যমন্ত্রী বানাতে চান। এই পারিবারিক-রাজনীতি বিজেপিতে হয় না বলেই স্পষ্ট করেন তিনি। বলেন, দলের সাধারণ কর্মীও একদিন মুখ্যমন্ত্রী হতে পারেন –

চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভোটের ডিউটিতে এসে মৃত্যু হল কেন্দ্রীয় বাহিনীর এক জওয়ানের। রবিবারই বাহিনীর সঙ্গে এ রাজ্যে এসেছিলেন তিনি। আসার পরই অসুস্থ বোধ করেন। সহকর্মীরা তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করে। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় তাঁর।আর কয়েক দিনের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘন্ট প্রকাশ করবে নির্বাচন কমিশন। তার আগে প্রকাশিত হয়েছে এস আই আর এর পর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা। বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে জোর কদমে প্রচার শুরু করে দিয়েছে রাজনৈতিক দলগুলি। ঠিক সেই পরিস্থিতিতে রাজ্যের অন্য অংশের সঙ্গে বর্ধমানেও এসেছেন কেন্দ্রীয় বাহিনী। রবিবার বিকেলে বিহারের জামুই থেকে কেন্দ্রীয় বাহিনীর একটি কোম্পানি বর্ধমানে এসে পৌঁছয়। বর্ধমানের গোদা এলাকায় তাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়। সেই দলেরই সদস্য ছিলেন

এরপর ৪ পাতায়

ভবানীপুরে আবার জিতবই', বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ ছুড়লেন প্রার্থী মমতা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

এসআইআরের খসড়া তালিকায় বাদ পড়েছিল ৫৮ লক্ষ নাম। তারপর আনম্যাপড, লজিকাল ডিসক্রিপেন্সি নামক টোটকা সামনে নিয়ে আসে নির্বাচন কমিশন। যার প্রেক্ষিতে মামলা গড়ায় সুপ্রিম কোর্টে। অবশেষে শীর্ষ আদালতের নির্দেশ মেনে শনিবার পশ্চিমবঙ্গে প্রথম দফার চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করল নির্বাচন কমিশন।

এছাড়া বিজেপি এই বিধানসভা কেন্দ্রে কাকে প্রার্থী করবে তা খোলসা করেনি। কিন্তু আজ মুখ্যমন্ত্রী নিজেই জানিয়ে দিলেন ভবানীপুর থেকে তিনিই প্রার্থী। আর এখান থেকে তিনি ১ ভোটে হলেও জিতবেন। সুতরাং আগাম প্রার্থী হিসাবে নিজের নাম ঘোষণা করে দিলেন তিনি। এই কথা ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গেই হাততালিতে ফেটে পড়ে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম। ভবানীপুর এমন একটি বিধানসভা কেন্দ্র যেখানে সব ধর্মের, বর্ণের মানুষ বসবাস করেন। আর বাংলার বিপুল বৈধ ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে বলেই আগামী ৬ মার্চ ধর্মতলায় ধর্নায় বসবেন তিনি বলেও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, 'এই কেন্দ্রীয় সরকার এবং নির্বাচন কমিশন পক্ষপাতদুষ্ট। এরা ভীতু রাজনৈতিকভাবে লড়াই করতে পারে না। এই

এরপর ৬ পাতায়

সম্পাদকীয়

৯ তারিখ রাজ্যে আসতে পারে নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ

পশ্চিমবঙ্গে প্রথম দফার চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ হয়েছে গত শনিবার। এই আবহে আগামী ৯ মার্চ দু'দিনের জন্য রাজ্য সফরে আসতে পারে নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ।শনিবার চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। এসআইআরের খসড়া তালিকায় নাম ছিল ৭ কোটি ৮ লক্ষ ১৬ হাজার ৬৩০ জনের। খসড়া তালিকায় বাদ পড়েছিল ৫৮ লক্ষ ২০ হাজার ৮৯৯ জন। ফলে সব মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত বাদের হিসাব দাঁড়াল ৬৩ লক্ষ ৬৬ হাজার ৯৫২ জনে। ৬ নম্বর ফর্মের মাধ্যমে নতুন নাম যুক্ত হয়েছে ১ লক্ষ ৮২ হাজার ৩৬ জনের। ৮ নম্বর ফর্মের মাধ্যমে নাম যুক্ত হয়েছে ৬ হাজার ৬৭১ জনের।তার পরেই কি ঘোষণা করা হবে ভোটের দিনক্ষণ, তা নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনা।

এর আগে গত মাসে ভোটমুখী অসম, পুদুচেরি, তামিলনাড়ুতে গিয়েছে কমিশনের ফুল বেঞ্চ। এ বার তারা আসতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গে। সূত্রের খবর, রাজ্যে প্রথম দফার ভোটার তালিকা প্রকাশের পরে ভোট প্রস্তুতি খতিয়ে দেখবে তারা। তার পরে দিল্লিতে ফিরে গিয়ে বৈঠকে বসবে।

কমিশন জানিয়েছিল, শীর্ষ আদালতের নির্দেশ মেনে সম্পূর্ণ তালিকা প্রকাশের আগেই ভোট ঘোষণা হতে পারে রাজ্যে। যদিও তা শেষ পর্যন্ত হয়নি। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের (সিইও) দফতর আসন্ন বিধানসভা ভোটের আগে নতুন করে বুথবিন্যাসের পরিকল্পনা বাতিল করার কথা জানায়। ৮০,৬৮১টি বুথই থাকছে রাজ্যে। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর)-এর কাজ শেষ না হওয়ায় বুথবিন্যাস করা হবে না বলে জানানো হয়েছে।

কমিশনের পূর্বসূচি অনুযায়ী, রাজ্যে প্রথম পর্যায়ের ভোটার তালিকা প্রকাশের আগেই বুথবিন্যাস নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ভোটার সংখ্যা স্থির না হওয়ায় বুথবিন্যাস হবে না। তবে বহুতলের জন্য ৬০-৭০টি অতিরিক্ত বুথ যুক্ত হতে পারে। এর আগে কমিশন জানিয়েছিল, ১২০০-র বেশি ভোটার থাকলে নতুন বুথ তৈরি করা হবে। এসআইআরের কাজ শেষ না হওয়ায় কত ভোটার বাদ এবং যুক্ত হলেন, সেই হিসাব মিলছে না। এই অবস্থায় আগের বুথের হিসাবই থাকবে বলে জানিয়েছে কমিশন। পশ্চিমবঙ্গে বুথের সংখ্যা ৮০,৬৮১।

প্রথম ধাপে ২৮০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী ইতিমধ্যে মোতায়েন হয়ে গিয়েছে রাজ্যে। দ্বিতীয় ধাপে পরবর্তী ২৮০ কোম্পানিকেও জেলা ধরে ধরে ভাগ করে নিয়েছে কমিশন। এর মধ্যে শুধু উত্তর ২৪ পরগনাতেই মোতায়েন হবে আরও ২৮ কোম্পানি বাহিনী। কলকাতাতেও মোতায়েন হবে আরও ১৮ কোম্পানি। ২৮০ কোম্পানির মধ্যে সিআরপিএফ-এর ১২০ কোম্পানি, বিএসএফ-এর ৬৫ কোম্পানি, সিআইএসএফ-এর ১৬ কোম্পানি, আইটিবিপি-র ২০ কোম্পানি এবং এসএসবি-র ১৯ কোম্পানি বাহিনী মোতায়েন হবে।

মা সারদা সবার অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণা দেবী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(চৌত্রিশতম পর্ব)

সঙ্কট দেখা দিচ্ছে, সেখানে ওই প্রবণতা বিশেষ কার্যকর হচ্ছে। এর ফলে পরিবারের সমাজের সর্বোপরি দেশের সামগ্রিক অস্থিরতা বাড়ছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাসঙ্গিনী হিসাবে সারদা দেবীর বিশেষ পরিচয় আমরা কমবেশি সকলেই জানি। ঠাকুর বলেছেন, তাঁর সাধনপথে যথাযথ সহযোগিতা করেছেন মা সারদা। সংসারের মধ্যে তাঁকে (রামকৃষ্ণদেবকে) আবদ্ধ করে রাখতে তিনি আসেননি, বরং 'যত মত তত পথ'-এর প্রবক্তা ঠাকুরকে সাধনভজনের চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে মা সারদা ছিলেন সদা

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানের

সিআরপিএফের এই সাব ইন্সপেক্টর নগেন্দ্র সিং। সহকর্মীরা জানান, এমনিতে সব ঠিকই ছিল। এখানে এখনো সেভাবে গরম পড়েনি। আমরা সবে গাড়ি থেকে নেমে ঘরের মধ্যে জিনিসপত্র রেখে একটু বিশ্রাম নিচ্ছি, ঠিক সেই সময় নগেন্দ্র সিং অসুস্থতা বোধ করে। তিনি জানান, তাঁর পিঠের দিকে প্রচণ্ড যন্ত্রণা হচ্ছে। এরপরে অসুস্থতা আরও বাড়তে থাকলে তাঁকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। দ্রুততার সঙ্গে সেখানে চিকিৎসা শুরু হয়। কিন্তু রাত সাড়ে দশটা নাগাদ চিকিৎসকদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে তিনি মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়েন।পাশের রাজ্য বিহারের জামুইয়ে সি আর পি এফের ২১৫ নম্বর ব্যাটালিয়নে কর্মরত ছিলেন। রবিবার বিকালে পূর্ব বর্ধমান জেলায় ডিউটিতে আসেন। ওই দিনই সন্ধ্যায় পিঠে ব্যাথা অনুভব করায় সহকর্মীরা তাঁকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায় রাত ৯টার সময়। হাসপাতালে চিকিৎসা চলাকালীন রাত সাড়ে ১০ টায় তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত কেন্দ্রীয় বাহিনীর ওই জওয়ানের বাড়ি বিহারের বৈশালী জেলার সরাই থানার কাউয়ামোহন এলাকায়।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

কিন্তু অষ্টাদশ শতকে কালীপুজোর উত্থানকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা সহজ শাক্ত আন্দোলন একান্তভাবে শাক্ত ঐতিহ্যে সুসম্পৃক্ত থেকেই পরিচালিত হয়েছে, দীর্ঘ সহস্র সহস্র বছরের আদিমাতৃগণের স্মৃতি আমাদের সাংস্কৃতিক অবচেতনে বহন করে এনেছে

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

ভারত-কানাডা নেতাদের যৌথ বিবৃতি

নতুন দিল্লি, ০২ মার্চ, ২০২৬

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আমন্ত্রণে, কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি ২৭ ফেব্রুয়ারি - ২ মার্চ, ২০২৬ পর্যন্ত ভারত সফর করলেন। কানাডার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর এটি ছিল প্রধানমন্ত্রী কার্নির প্রথম ভারত সফর এবং ২০১৮ সালের পর এটি কানাডার কোনও প্রধানমন্ত্রীর প্রথম দ্বিপাক্ষিক ভারত সফর। প্রধানমন্ত্রী কার্নির সঙ্গে ছিলেন একটি উচ্চ-স্তরের প্রতিনিধিদল, যার মধ্যে ছিলেন উচ্চ পদস্থ মন্ত্রী, প্রাদেশিক নেতা এবং শীর্ষস্থানীয় সিইওরা।

কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ৭৯ বছর পূর্তি উপলক্ষে, নেতারা কানাডা-ভারত সম্পর্কের গুরুত্ব পুনর্ব্যক্ত করেছেন, যা অভিন্ন গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, গভীর জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক, সার্বভৌমত্ব এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতার প্রতি শ্রদ্ধা এবং আইনের শাসনের প্রতি যৌথ অঙ্গীকারের উপর ভিত্তি করে তৈরি।

নেতারা স্বীকার করেছেন যে, ক্রমবর্ধমান জটিল এবং অনিশ্চিত আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে, দুটি প্রাণবন্ত গণতন্ত্রের মধ্যে একটি শক্তিশালী, স্থিতিস্থাপক এবং দূরদর্শী অংশীদারিত্ব পারস্পরিক সমৃদ্ধিতে এবং অভিন্ন আন্তর্জাতিক অগ্রাধিকারগুলিকে এগিয়ে নিতে অর্থপূর্ণ অবদান রাখে। তারা জোর দিয়ে বলেন যে ভারত ও কানাডার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা আন্তর্জাতিক নিয়ম ও নীতিমালাকে সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করা, অর্থনৈতিক স্থিতিস্থাপকতা জোরদার করা, টেকসই উন্নয়নকে উৎসাহিত করা এবং জলবায়ু পরিবর্তন, দ্রুত প্রযুক্তিগত রূপান্তর এবং জনস্বাস্থ্য সহ বিশ্বব্যাপী সমস্যার মোকাবিলায় সহায়তা করবে।

এই যৌথ দৃষ্টিভঙ্গির উপর ভিত্তি করে, নেতারা "বসুধৈব কুটুম্বকম" বা "এক পৃথিবী, এক পরিবার, এক ভবিষ্যত" নীতিকে নবায়নকৃত ভারত-কানাডা কৌশলগত অংশীদারিত্বের জন্য প্রধান নির্দেশিকা কাঠামো হিসাবে গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছেন, যা স্থায়িত্ব, অন্তর্ভুক্তি এবং সম্মিলিত আন্তর্জাতিক দায়িত্বের প্রতি তাদের প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত করে।

উভয় নেতা কানানাস্কিসে জি৭ শীর্ষ সম্মেলন এবং জোহানেসবার্গে জি২০ শীর্ষ সম্মেলনের অবসরে কানাডা-ভারত সম্পর্কের জন্য নতুন পথ নির্দেশ রূপায়নে তাদের বৈঠকের পর থেকে অর্জিত উল্লেখযোগ্য অগ্রগতিকে স্বাগত জানিয়েছেন, যার ফলে কানাডা-ভারত অংশীদারিত্বকে শক্তিশালী করার জন্য একটি স্পষ্ট দিকনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তারা দ্বি-মুখী মন্ত্রী পর্যায়ের সম্পর্কের বর্ধিত ফ্রিকোয়েন্সি সম্পর্কে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন, যা অগ্রাধিকারমূলক ক্ষেত্রগুলিতে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতায় নতুন গতি সঞ্চার করেছে; বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক সংলাপ ব্যবস্থা সক্রিয়করণ এবং উপ-জাতীয় সম্পর্ক বৃদ্ধিকে স্বাগত জানিয়েছেন, পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং নীতি সমন্বয়কে গভীর করার ক্ষেত্রে তাদের গুরুত্বকে তুলে ধরেছেন; তাদের নিজ নিজ লক্ষ্যে কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের ফেরানোর কথা স্বীকার করেছেন; এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক করার জন্য গৃহীত গঠনমূলক পদক্ষেপের প্রশংসা করেছেন, যা পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহনশীলতা এবং সহযোগিতার চেতনায় দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে শক্তিশালী করার জন্য একটি যৌথ প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত করে।

নেতারা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে শক্তিশালী বাণিজ্যিক ভিত্তির উপর আলোকপাত করেছেন, যা সাম্প্রতিক মাসগুলিতে একটি বিস্তৃত অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি (CEPA) আলোচনার সূচনা এবং উল্লেখযোগ্য ব্যবসায়িক ঘোষণা এবং বিনিয়োগ প্রতিশ্রুতিতে প্রতিফলিত হয়েছে। এই উন্নয়নগুলি দ্বিপাক্ষিক অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্রমবর্ধমান মাত্রা, বৈচিত্র্য প্রদর্শন করে এবং উভয় বাজারে ব্যবসা এবং বিনিয়োগকারীদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান আস্থার ইঙ্গিত দেয়।

নেতারা ভারত-কানাডা কৌশলগত জ্বালানি অংশীদারিত্বকে এগিয়ে নিতে সম্মত হয়েছেন যার লক্ষ্য শক্তি মূল্য শৃঙ্খল জুড়ে দীর্ঘমেয়াদি সহযোগিতা আরও গভীর করা। তারা উভয় দেশের নিরাপত্তা, কল্যাণ এবং অর্থনৈতিক প্রাণশক্তির জন্য জ্বালানি নিরাপত্তা এবং সরবরাহের বৈচিত্র্যের অপরিসীম গুরুত্ব পুনর্ব্যক্ত করেছেন এবং সাশ্রয়ী মূল্য, স্থায়িত্ব এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে উৎসাহিত করার জন্য স্বচ্ছ জ্বালানি, প্রচলিত জ্বালানি, অসামরিক পারমাণবিক শক্তি এবং গুরুত্বপূর্ণ খনিজ পদার্থের ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য তাদের যৌথ প্রতিশ্রুতির উপর জোর দিয়েছেন।

নেতারা উচ্চ-স্তরের নীতি সংলাপ বজায় রাখার এবং শক্তি সুরক্ষা, সরবরাহের বৈচিত্র্যকরণ এবং দীর্ঘমেয়াদী বাজার একীকরণের উপর কৌশলগত সহযোগিতা জোরদার করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক প্ল্যাটফর্ম হিসাবে ভারত শক্তি সপ্তাহ ২০২৬-এ কানাডা-ভারত মন্ত্রী পর্যায়ের জ্বালানি সংলাপের পুনঃসূচনাকে স্বাগত জানিয়েছেন। তারা বার্তার অধীনে একটি যৌথ কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত করাকেও স্বাগত জানিয়েছেন।

নেতারা পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি, হাইড্রোজেন এবং এর ডেরিভেটিভস, জৈব জ্বালানি, টেকসই বিমান জ্বালানি, ব্যাটারি স্টোরেজ এবং বিদ্যুৎ ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ সহ স্বচ্ছ শক্তি এবং জলবায়ু-সম্পর্কিত মূল্য শৃঙ্খলে সহযোগিতা সম্প্রসারণের সম্ভাবনার কথাও তুলে ধরেন, ভাগ করা জলবায়ু লক্ষ্য এবং শক্তি পরিবর্তনের লক্ষ্য অর্জনে এই ক্ষেত্রগুলির কেন্দ্রীয় ভূমিকা স্বীকার করে।

নেতারা দ্বিপাক্ষিক এবং বহুপাক্ষিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অব্যাহত বিশেষজ্ঞ সহযোগিতা এবং সহযোগিতা সহ টেকসই সরকার-থেকে-সরকার এবং ব্যবসা-থেকে-ব্যবসায়িক সম্পৃক্ততা প্রচারের তাদের অভিপ্রায় পুনর্ব্যক্ত করেছেন, যাতে কৌশলগত শক্তি অংশীদারিত্ব উভয় দেশের জন্য বাস্তব, দীর্ঘমেয়াদী সুবিধা প্রদান করে।

নেতারা উল্লেখ করেছেন যে শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ক তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (LNG), তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (LPG), অপরিশোধিত তেল, পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য, পটাশ এবং ইউরেনিয়াম সরবরাহের ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক জ্বালানি বাণিজ্যকে শক্তিশালী করবে। এই প্রসঙ্গে, তারা ক্যামেকো এবং আণবিক শক্তি বিভাগের মধ্যে ২.৬ বিলিয়ন ক্যানাডিয়ান ডলারের বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষরকে স্বাগত জানিয়েছেন, যা ভারতের অসামরিক পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন, স্বচ্ছ শক্তি পরিবর্তনের লক্ষ্য এবং দীর্ঘমেয়াদি জ্বালানি নিরাপত্তায় অবদান রাখবে।

নেতৃবৃন্দ উল্লেখ করেছেন যে

এরপর ৬ পাতায়

(৫ পাতার পর)

ভারত-কানাডা নেতাদের যৌথ বিবৃতি

কানাডা এলএনজির একটি প্রধান আন্তর্জাতিক সরবরাহকারী হয়ে উঠতে প্রস্তুত এবং কানাডা থেকে এলএনজি সংগ্রহের ভারতের ইচ্ছাকে স্বাগত জানিয়েছেন। তারা গত পাঁচ বছরে ভারী তেলের একটি গুরুত্বপূর্ণ সরবরাহকারী হিসেবে কানাডার উত্থানকে আরও স্বাগত জানিয়েছেন। বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম তেল গ্রাহক এবং চতুর্থ বৃহত্তম এলএনজি আমদানিকারক হিসেবে বর্তমান অবস্থানের বাইরে, আগামী দুই দশক ধরে ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক জ্বালানি চাহিদা বৃদ্ধিতে ভারত সবচেয়ে বড় অবদানকারী হিসেবে অবস্থান করছে, উভয় পক্ষই দ্বিপাক্ষিক জ্বালানি বাণিজ্য আরও সম্প্রসারণের উল্লেখযোগ্য সম্ভাবনা স্বীকার করেছে।

ভারতের সরকারি তেল ও গ্যাস কোম্পানি এবং কানাডিয়ান জ্বালানি সংস্থাগুলির মধ্যে তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা সম্প্রসারণের জন্য আলোচনাকে নেতারা স্বাগত জানিয়েছেন। তারা কানাডার সঙ্গে ভারতের প্রথম দীর্ঘমেয়াদী এলপিজি সরবরাহ ব্যবস্থা সম্পন্ন করার লক্ষ্যে চলমান সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেছেন এবং আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করেছেন যে এই ধরনের অংশীদারিত্ব জ্বালানি বাণিজ্যকে আরও বৈচিত্র্যময় করবে, সরবরাহ নিরাপত্তা জোরদার করবে এবং হাইড্রোকার্বন মূল্য শৃঙ্খলে সহযোগিতার জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করবে।

উভয় পক্ষ বাণিজ্যিকভাবে কার্যকর জ্বালানি অংশীদারিত্বকে সমর্থন করার জন্য ঋণ, অর্থায়ন এবং ইক্যুইটি বিনিয়োগের মতো সরঞ্জামগুলির মাধ্যমে বৃহত্তর বেসরকারি বিনিয়োগ প্রবাহ এবং দীর্ঘমেয়াদী উত্তোলন ব্যবস্থার জন্য সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেছে।

নেতারা উভয় বাজারে চলমান প্রকল্পের পরিমাণ এবং উদীয়মান সুযোগগুলিকে স্বীকৃতি দিয়ে জ্বালানি ও প্রাকৃতিক সম্পদ খাতে দীর্ঘমেয়াদী, পারস্পরিক বিনিয়োগ অংশীদারিত্বকে আরও গভীর করার প্রতিশ্রুতির উপর জোর দিয়েছেন। তারা গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ সহযোগিতার উপর একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরকে আরও স্বাগত জানিয়েছেন, যা স্থিতিস্থাপক, সুরক্ষিত এবং বৈচিত্র্যময় গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সরবরাহ শৃঙ্খল তৈরিতে তাদের যৌথ প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত করে।

নেতারা স্বচ্ছ শক্তি প্রযুক্তি এবং ভবিষ্যতমুখী শিল্পগুলিকে সমর্থন করার জন্য বিনিয়োগে সহযোগিতা জোরদার করতে সম্মত হয়েছেন। তারা গুরুত্বপূর্ণ খনিজ ও জ্বালানি রূপান্তর পথের ক্ষেত্রে সহযোগিতা আরও গভীর করতে সম্মত হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে ভারতের খনিজ মজুত উদ্যোগ সুরক্ষিত করতে সহযোগিতার পথ খোঁজা, কানাডা ও ভারতীয় কোম্পানিগুলির জন্য শক্তিশালী বাণিজ্যিক ফলাফলকে সমর্থন করা, সেই সঙ্গে নিঃসরণ হ্রাস এবং রূপান্তর প্রযুক্তির উপর দক্ষতা ভাগ করে নেওয়া।

নেতারা সৌর, বায়ু, জৈবশক্তি, ক্ষুদ্র জলবিদ্যুৎ, জ্বালানি সঞ্চয় এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা এগিয়ে নেওয়ার জন্য একটি বিস্তৃত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করে স্বচ্ছ শক্তি সহযোগিতার উপর একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরকে স্বাগত জানিয়েছেন। তারা পারস্পরিকভাবে উপকারী একটি পরিষ্কার শক্তি অংশীদারিত্ব গড়ে তুলতে সম্মত হয়েছেন যা জ্বালানি নিরাপত্তা জোরদার করবে, তথ্য বিনিময় এবং যৌথ বিনিয়োগের সুযোগের মাধ্যমে জ্বালানি রূপান্তরকে ত্বরান্বিত করবে এবং একটি নিবেদিত যৌথ কর্মী গোষ্ঠীর মাধ্যমে পুনর্নবীকরণযোগ্য জ্বালানি মূল্য শৃঙ্খলে দ্বিমুখী সরকারি-অসরকারি সম্পৃক্ততা প্রচার করবে।

কানাডা ২০৫০ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ দ্বিগুণ করার এবং পুনর্নবীকরণযোগ্য জ্বালানি ও জ্বালানি সঞ্চয়ের স্থাপনা উল্লেখযোগ্যভাবে সম্প্রসারণের প্রত্যাশা করছে। একই সঙ্গে,

ক্রমশঃ

(৩ পাতার পর)

ভবানীপুরে আবার জিতবই', বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ ছুড়লেন প্রার্থী মমতা

রথযাত্রা আপনাদের শেষযাত্রা হতে চলেছে। সারা জীবন লড়াই করেছি, শেষ দিন পর্যন্ত লড়াই করব। অশুভ শক্তির কাছে মাথা নোয়াবো না। ভবানীপুরে ৬০ হাজার নাম কেটেছে। তারপরও আমি জিতব।'তাতে বাতিল করা হয়েছে আরও ৫ লক্ষ ৪৬ হাজার ৫৩ জনের নাম। অর্থাৎ, ২০২৫ সালের তালিকার নিরিখে বাদের খাতায় মোট ৬৩ লক্ষেরও বেশি ভোটার। এমনকী ৬০ লক্ষ ভোটার এখনও 'বিচারাধীন' (অ্যাডজুডিকেশন)। এই আবহে এবার ভবানীপুর আসন থেকে আবার জিতবেন বলে বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিকে দোল পূর্ণিমার আগেই রাজ্যবাসীকে বড় উপহার দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ, সোমবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম থেকে সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকায় তৈরি কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি এসআইআর আতঙ্কে যে ৬১ জন রাজ্যবাসীর মৃত্যু হয়েছে, তাঁদের পরিবারের একজন সদস্যের হাতে তুলে দিলেন হোমগার্ডের চাকরির নিয়োগপত্র। এখান থেকেই চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। কারণ তাঁর নির্বাচনী কেন্দ্র ভবানীপুর থেকে সবচেয়ে বেশি ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। ৪৭ হাজার ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে।

অন্যদিকে এই ভবানীপুরে বিপুল ভোটারের নাম বাদ যেতেই উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রীকে এবার হারাবেন বলে গলার শিরা ফুলিয়ে চিৎকার করে ওঠেন। আজ নাম না করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেন তারই জবাব দিলেন। মুখ্যমন্ত্রী দোল উৎসবের শুভেচ্ছা বাংলার মানুষকে জানিয়ে চ্যালেঞ্জ ছোড়েন, 'ভবানীপুর ছোট বিধানসভা কেন্দ্র। এখানেই সব থেকে বেশি ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে। তাই এখান থেকে ১ ভোটে হলেও আমি জিতে মানুষের পাশে থাকব।' সুতরাং ভবানীপুর থেকেই আবার প্রার্থী হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তা নিজেই জানিয়ে দিলেন।

সিনেমার খবর

শাহিদের সিনেমার প্রশংসা করায় ট্রোলের শিকার হৃতিক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভ্যালেন্টাইনস ডে-র আবহে বড় পর্দায় মুক্তি পেয়েছে শাহিদ কাপুর ও তৃপ্তি দিমরি অভিনীত নতুন ছবি 'ও রোমিও'। পরিচালক বিশাল ভরদ্বাজের সঙ্গে শাহিদের পুরোনো রসায়ন আবারও দেখার আশায় প্রেক্ষাগৃহে ভিড় করেছিলেন দর্শকরা। তবে 'কামিনে' বা 'হায়দার'-এর মতো ম্যাজিক এই ছবি তৈরি করতে পেরেছে কি না, তা নিয়ে দর্শক ও সমালোচকদের মধ্যে দানা বেঁধেছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া।

ঠিক এই আবহেই শাহিদের অভিনয়ের ভূয়সী প্রশংসা করে টুইট করেন বলিউডের গ্রিক গড হৃতিক রোশন। শাহিদকে 'টু গুড' তকমা দেওয়ার পাশাপাশি হৃতিক জানান, এই ধরনের ঘরানায় শাহিদই সেরা এবং ছবির 'রানিং ইন সার্কেল' অ্যাকশন দৃশ্যটি তার দারুণ লেগেছে। কিন্তু এই ইতিবাচক রিভিউ হিতে বিপরীত হয়ে দাঁড়িয়েছে হৃতিকের জন্য।

সোশ্যাল মিডিয়ায় হৃতিকের এই প্রশংসা বারুদ ছিটিয়ে দিয়েছে ট্রোলারদের মনে। নেটিজেনদের বড় একটি অংশ হৃতিকের দ্বিচারিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। মূলত আদিত্য ধর পরিচালিত রণবীর সিংয়ের 'ধুরন্ধর' ছবির সময় হৃতিকের দেওয়া একটি প্রতিক্রিয়াই এখন তার গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই সময় 'ধুরন্ধর'-এর সিনেমাটোগ্রাফি বা গল্প বলার ঢঙের প্রশংসা করলেও ছবির 'রাজনীতি' নিয়ে নিজের অসম্মতি প্রকাশ করেছিলেন হৃতিক। আর তাতেই চটেছিলেন নেটিজেনদের একাংশ। এবার 'ও রোমিও'র প্রশংসা করতেই ট্রোলাররা ধেয়ে এসেছেন এই প্রশ্ন নিয়ে যে, যে ছবিতে আন্ডারওয়ার্ল্ড বা বাবরি মসজিদ-সংক্রান্ত স্পর্শকাতর সংলাপ রয়েছে, সেখানে কেন হৃতিক কোনো রাজনৈতিক সমস্যা খুঁজে পেলেন না?

নেটদুনিয়ার একাংশ রীতিমতো তোপ দেগে লিখেছেন, 'ধুরন্ধর'-এর মতো দেশাত্মবোধক ঘরানার ছবিতে রাজনীতি খুঁজে পেলেও 'ও রোমিও'-র মতো ছবিতে কী করে হৃতিক মজে গেলেন? একজন ব্যবহারকারী সরাসরি প্রশ্ন করেছেন, এই ছবিতে তিলকধারী ভিলেন বা নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট নিয়ে মন্তব্য করার সময় হৃতিকের সেই 'সিনেমা স্টুডেন্ট' সত্তা কোথায় গেল?

যদিও শাহিদ অনুরাগীদের কেউ কেউ হৃতিকের এই ভ্রাতৃত্ববোধকে সাধুবাদ জানিয়েছেন, কিন্তু অধিকাংশ কমেন্ট বক্সেই এখন চলছে হৃতিকের পুরোনো রিভিউ বনাম নতুন রিভিউর তুলনামূলক বিশ্লেষণ। বন্ধুত্বের খাতিরে ভালো বলা নাকি সিনেমার গুণমান বিচার, হৃতিকের এই টুইট এখন বলিউডের অন্দরে নতুন তর্কের জন্ম দিয়েছে।

রাজের জন্মদিনে প্রকাশ্যে প্রেমের ঝলক শুভশ্রীর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বাংলার পাওয়ার কাপল হিসেবে পরিচিত জনপ্রিয় পরিচালক রাজ চক্রবর্তী ও নায়িকা শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়। আজ ২১ ফেব্রুয়ারিতে রাজের ৫১তম জন্মদিনে শুভশ্রী তার প্রতি প্রকাশ করেছেন প্রকাশ্য প্রেম।

নায়িকা শুভশ্রী রাত ১২টার কিছু সময় পর সামাজিক মাধ্যমে রাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ছবি শেয়ার করেছেন। ছবিগুলিতে দেখা যায় রাজ কালো টি-শার্ট ও ডেনিম পরে আছেন এবং শুভশ্রী হলটার নেক লাল টপ ও কালো ক্যাজুয়াল প্যান্টে।

এক ছবিতে রাজের খোলা পিঠে চুম্বন করছেন শুভশ্রী, আরেকটিতে একে অপরের নাক স্পর্শ করছেন। শুভশ্রী লিখেছেন ঈশ্বর জানতেন আমাদের একে অপরকে প্রয়োজন, তোমাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি, তুমি আমার জীবনের সেরা বিষয়, শুভ জন্মদিন আমার ভালোবাসা।

রাজ বর্তমানে সিনেমা 'আবার প্রলয় ২'-এর প্রোমোশনে ব্যস্ত। বয়স বাড়লেও জন্মদিন তিনি বিশেষভাবে উদযাপন করেন না। তবে প্রিয় মানুষদের সঙ্গে সময় কাটাতে রাজি। শহরের একটি রেস্তোরায় প্রি-বার্থডে সেলিব্রেশন করেন দম্পতি। সঙ্গে ছিলেন ভাগ্নি সৃষ্টি পাণ্ডে। সৃষ্টির ইনস্টাগ্রামে পোস্টে সেই উদযাপনের ঝলক দেখা গেছে।

পেশাদার জীবনের ব্যস্ততা থাকা সত্ত্বেও রাজ বরাবরই পারিবারিক মানুষ। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে পছন্দ করেন তিনি। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পাশে থাকেন শুভশ্রীও। মা-বাবা হওয়ার পরও টলিপাড়ার অন্যতম পাওয়ার কাপল হিসেবে তাদের প্রেমের উষ্ণতা বজায় আছে।

রাশমিকার নতুন চরিত্র নিয়ে বিতর্ক!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিয়ের পিঁড়িতে বসতে আর মাত্র পাঁচ দিন বাকি, ঠিক এই মুহূর্তেই দক্ষিণ ভারতীয় অভিনেত্রী রাশমিকা মান্দানাকে নিয়ে তৈরি হয়েছে এক বিতর্ক! তবে তার বিয়ে নিয়ে নয়, বরং আসন্ন সিনেমা 'ককটেল টু'-এ তার অভিনীত একটি 'স্পর্শকাতর' চরিত্র নিয়ে।

ভারতীয় গণমাধ্যম বলছে, এই সিনেমায় অভিনেত্রী কৃতি শ্যাননের সঙ্গে সমকামী চরিত্রে পর্দায় হাজির হতে পারেন রাশমিকা।

এদিকে শোনা যাচ্ছে, আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি ভারতের রাজস্থানের উদয়পুরে অভিনেতা বিজয় দেবেরাকোন্ডার সঙ্গে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হতে যাচ্ছেন রাশমিকা। বিয়ের শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি যখন তুঙ্গে, ঠিক তখনই প্রকাশ্যে এলো তার নতুন সিনেমার সম্ভাব্য প্লট।

জানা গেছে, হোমি আদাজানিয়া পরিচালিত 'ককটেল টু' সিনেমায় রাশমিকা ও কৃতি শ্যানন থাকবেন সমকামী দম্পতি হিসেবে। তাদের সম্পর্কের টানাপোড়েন ও তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে অভিনেতা শাহিদ কাপুরের উপস্থিতি থাকবে; যা নিয়ে সিনেমার মূল গল্প আবর্তিত হবে।

যদিও এখন পর্যন্ত পরিচালক বা অভিনয়শিল্পীদের পক্ষ থেকে এই সমকামী চরিত্রের বিষয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি পাওয়া যায়নি। সব ঠিক থাকলে চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসে সিনেমাটি মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে। তবে বিয়ের আগ মুহূর্তে এমন বিতর্কিত চরিত্রে অভিনয়ের খবর রাশমিকার ভক্তদের মাঝে বেশ আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

উল্লেখ্য, ২০১২ সালের ব্লকবাস্টার 'ককটেল' সিনেমার সিক্যুয়েল নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই ভক্তদের মাঝে তুমুল আগ্রহ ছিল। সম্প্রতি পরিচালক হোমি আদাজানিয়া শুটিংয়ের শেষ দিনে কৃতি, রাশমিকা ও শাহিদ কাপুরের একটি ছবি সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার করার পরই এই জল্পনার সূত্রপাত হয়।

২০২৬ সালেই অবসর নেবেন মেসি-রোনালদো-নেইমার?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

২০২৬ সালেই ফুটবল প্রেমীরা একটা বড় ধাক্কা খেতে পারেন। ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর বয়স এখন ৪১, লিওনেল মেসিও তার ভবিষ্যৎ নিয়ে স্পষ্টভাবে কিছু জানাননি। আর এরই মধ্যে নিজের অবসর নিয়ে মুখ খুললেন ব্রাজিলীয় পোস্টার বয় নেইমার জুনিয়র। ৩৪ বছর বয়সী এই তারকা ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, চলতি বছরের শেষেই তিনি ফুটবলকে বিদায় জানাতে পারেন।

বর্তমানে নিজের শৈশবের ক্লাব সান্তোসে খেলা নেইমার জানান, ডিসেম্বর মাসে তার অবসরের সিদ্ধান্ত নেওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। দীর্ঘ সময় ইনজুরির সাথে লড়াই করা এই ফুটবলার এখন দিন মেপে এগোচ্ছেন।

২০২৫ সালের শেষের দিকে হাঁটুর বড় অস্ত্রোপচারের পর নেইমার অনেকটা সময় মাঠের বাইরে ছিলেন। এসিএল ইনজুরির কারণে প্রায় একটি আস্ত মৌসুম মিস করা এই তারকা এখন ফিটনেসের ওপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন। তিনি গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন, সান্তোসের হয়ে মাঠে নামলেও তার মূল লক্ষ্য এখন আগামী ১১ জুন থেকে শুরু হতে যাওয়া ফিফা বিশ্বকাপ। ইনজুরি কাটিয়ে শতভাগ ফিট হয়ে মাঠে ফিরতে তিনি মরিয়া। নেইমার বলেন, সামনে কী হতে চলেছে তা তিনি নিজেও জানেন না, তবে বর্তমানে তিনি প্রতিটি দিন গুরুত্ব দিয়ে পার করছেন। এই বছরটি তার নিজের ক্যারিয়ার এবং ব্রাজিল জাতীয় দলের জন্য অত্যন্ত সংবেদনশীল।

ব্রাজিলের হয়ে ১২৮ ম্যাচে ৭৯ গোল করা নেইমারের ওপর বাজি ধরেই হেক্সা জয়ের স্বপ্ন দেখছে ভক্তরা। আগামী ১৩ জুন মরক্কোর বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে ব্রাজিলের বিশ্বকাপ মিশন শুরু হবে। ২০১৪ থেকে ২০২২ পর্যন্ত তিনটি বিশ্বকাপে অংশ নিলেও ট্রফি ছোঁয়া হয়নি তার। ২০০২ সালের পর দীর্ঘ ২৪ বছরের শিরোপা খরা কাটাতে নেইমারই ব্রাজিলের বড় ভরসা। তবে তার এই অবসরের গুঞ্জন ফুটবল সমর্থকদের মনে বিষাদের সুর বাজিয়ে দিয়েছে। সান্তোসের সাথে তার চুক্তির মেয়াদ আরও এক বছর বাড়ানো হলেও, নেইমারের ভবিষ্যৎ এখন অনেকটাই নির্ভর করছে তার শারীরিক অবস্থা এবং আসন্ন বিশ্বকাপের পারফরম্যান্সের ওপর।

উইন্ডিজকে বিদায় করে সেমিফাইনালে ভারত

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ওয়েষ্ট ইন্ডিজকে বিদায় করে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের চলমান ১০ম আসরের সেমিফাইনালে উঠে গেল ভারত। বাঁচা-মরার লড়াইয়ের ম্যাচে উইন্ডিজ ১৯৫ রান করেও জিততে পারেনি।

কলকাতার ঐতিহ্যবাহী ইডেন গার্ডেন্সে আজ ভারত ৫ উইকেটের দাপুটে জয়ে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করে। টুর্নামেন্টের গ্রুপপর্বে ভারত ছিল অপ্রতিরোধ্য।

গ্রুপপর্বে টিম ইন্ডিয়া যুক্তরাষ্ট্র, নামিবিয়া, চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তান ও নেদারল্যান্ডসকে হারিয়ে ৪ ম্যাচে ৮ পয়েন্ট নিয়ে সুপার এইটে উঠে যায়।

কিন্তু সুপার এইটে নিজেদের প্রথম ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে হেরে সেমিফাইনালে ওঠার কঠিন সমীকরণে পড়ে যায় ভারত।

সুপার এইটে প্রথম ম্যাচে হারায় ভারতের জন্য সমীকরণ ছিল; সেমিফাইনালে যেতে হলে শেষ দুই ম্যাচে জিম্বাবুয়ে এবং ওয়েষ্ট ইন্ডিজকে হারাতে হবে। এই কঠিন কাজটি ভারত ঠান্ডা মাথায় করে।

জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ৪ উইকেটে ২৫৬ রানের রেকর্ড গড়ে ভারত জয় পায় ৭২ রানের বিশাল ব্যবধানে।

আজ ভারত এবং ওয়েষ্ট ইন্ডিজ দুই দলের জন্যই ছিল সুবর্ণ সুযোগ। যারা জিতবে তারা চলে যাবে সেমিফাইনালে। এমন কঠিন সমীকরণের ম্যাচে দুবারের সাবেক বিশ্বচ্যাম্পিয়ন উইন্ডিজকে ৫ উইকেটে হারিয়ে সেমিফাইনালে চলে গেল টিম ইন্ডিয়া।

১২০ বলে ১৯৬ রানের টার্গেট তাড়ায় ৪ বল আগেই জয় নিশ্চিত করে ভারত। দলের জয়ে ৫০ বলে ১২টি চার আর ৪টি ছক্কার সাহায্যে ৯৭ রানের অনবদ্য ইনিংস খেলেন ওপেনার সাঞ্জু স্যামসন। এ ছাড়া ১৫ বলে ২৭ রান করেন তিলক ভার্মা।

এর আগে টস হেরে প্রথমে ব্যাট করে ৪ উইকেটে ১৯৫ রান করে ওয়েষ্ট ইন্ডিজ। দলের হয়ে সর্বোচ্চ ৪০ রান করেন রোস্টন চেজ। তিনি ২৫ বলে ৫টি চার আর এক ছক্কায় এই রান করেন।

২২ বলে দুই চার আর তিন ছক্কায় ৩৭ রান করেন জেসন হোল্ডার। ১৯ বলে তিন চার আর দুই ছক্কায় ৩৪ রান করেন রোভম্যান পাওয়েল। ১২ বলে এক চার আর দুই ছক্কায় ২৭ রান করে ফেরেন সিমরন হিতমার।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR